# হনুমানের আরতি

আসুন বাবা হনুমানের মহিমা গাই।
রঘুনাথ শিল্পের দুষ্ট বিনাশ।
গিরিওয়ার জোরে কেঁপে উঠল।
রোগ এবং ত্রুটি কাছাকাছি আসা উচিত নয়.

অঞ্জনীর পুত্র মহা বলদাই।
ঈশ্বর সবসময় শিশুদের সমর্থন করেন.
দেবান যে লঙ্কায় এলেন।
সীতার সঙ্গে বৈদ্য সন্দেশ।

লঙ্কা অসুরদের ধ্বংস করে চলেছে।
সিয়ারাম জির কাজ সম্পূর্ণ করুন।
লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন।
অনি সঞ্জীবন, জীবন বাঁচাও।

জাম পৃথি পটল তোরি।
অহিরাবনের হাত খুলে গেল।
আপনার বাম হাত দিয়ে দানবদের হত্যা করুন।
ডান হাত সাধু জান তারে।

সুরনার মুনি সর্বজনীন আরতি করেন।
জয় জয় হনুমান বলুন।
কাঞ্চন থাল কাপুর লুচা।
অঞ্জনা মাই আরতি করছেন।

যিনি হনুমানজীর আরতি গান করেন।
বাসি বৈকুণ্ঠ সর্বোচ্চ মর্যাদা পায়।

জ্বলা চৌরাসীর মহিমান্বিত যাত্রা।
বলা হয় সম্পদ সন্তানদের।

দেবী সর্ব ভূত হনুমান জি।
হনুমান জি একটি শুভ মূর্তি হিসাবে।

হনুমান আরতির গানের অর্থ

রামের প্রিয় হনুমানের আরতি করুন
যিনি মন্দকে ধ্বংস করেন এবং রামের শক্তির প্রতীক।

যার শক্তিতে পাহাড় কাঁপে,
রোগ এবং ত্রুটি কাছাকাছি আসতে পারে না.

অঞ্জনির পুত্র, পরাক্রমশালী,
ঈশ্বর যিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের সাহায্য করেন।

যিনি লঙ্কায় রামের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন,
লঙ্কা দগ্ধ হল অসুরদের।

তিনি রাক্ষসদের ধ্বংস করে রামের কাজগুলি সম্পন্ন করেছিলেন।
তিনি লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন।

তিনি পাটলায় গিয়ে যমকে বশ করেন।
তিনি অহিরাবনের হাত ছিঁড়ে ফেললেন।

তিনি বাম হাতে অসুর বাহিনীকে বধ করেন।
তিনি ডান হাতে সাধু-ভক্তদের রক্ষা করেন।

দেবতা, সাধু ও ঋষিরা তাঁর প্রশংসা করেন,

জয়-জয়-জয় হনুমান জপ।

একটি সোনার থালা আর এক বাটি কর্পূরের সাথে,
অঞ্জনা মা আরতি করেন।

যে হনুমানের আরতি গায়,
বিষ্ণু সর্বোচ্চ পদ লাভ করবেন।

যাঁর শরীর বজ্রের মতো শক্তিশালী তাঁকে অভিনন্দন।
যিনি সম্পদ ও বংশ দান করেন।

সকল প্রাণীর দেবতা হনুমান জি,
হনুমানজির শুভ রূপ।